পুলিশের বাধায় শিক্ষকদের পদযাত্রা ছত্রভঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদক
১৩ মার্চ ২০২৫, ১২:০০ এএম

জাতীয়করণের দাবিতে তৃতীয় ধাপে বাদ পড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদযাত্রায় বাধা দিয়েছে পুলিশ। গতকাল বুধবার দুপুরে তারা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে পদযাত্রা নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে যাত্রা করলে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ সময় পুলিশের লাঠিচার্জে ৬ শিক্ষক আহত হন। আহতরা হলেন- নেত্রকোনার প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিদ্যালয়ের কামরুল ইসলাম, নীলফামারীর অটিজম ও প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের আবদুর রাজ্জাক মিলন, নেত্রকোনার আদর্শ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্কুল অ্যান্ড কলেজের আলেয়া আক্তার এবং গাইবান্ধার আল-আমিন স্বপন, রিমু আক্তার ও সিয়াম। তারা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

UNIBOTS

এদিকে শিক্ষকদের আন্দোলনে পুলিশের হামলা ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় সমন্বয় পরিষদ। পরিষদের সভাপতি ইলিয়াস রাজের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রিমা খাতুন বলেন, দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রায় ৬৫ হাজার শিক্ষক কর্মচারী স্বীকৃতি ও এমপিওর দাবিতে দুই যুগ ধরে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। ২০১৯ সালের ২০ ডিসেম্বর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের স্বীকৃতি ও এমপিওর জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করে। ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দুই হাজার ৭৪১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদন যাচাই-বাছাই করে এক হাজার ৭৭২টি বিদ্যালয় তালিকাভুক্তির মাধ্যমে ক, খ ও গ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। ক শ্রেণির ৪৩০টি বিদ্যালয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব, উপসচিব, যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করলেও স্বীকৃতি ও এমপিওর জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। মন্ত্রণালয় স্থিত, স্থবির বিদ্যালয় সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত আমলে নিচ্ছে না। এ অবস্থা থেকে আমরা মুক্তি চাই।

রিমা খাতুন জানান, আজ (বুধবার) আমাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশি হামলার শিকার হয়ে ২০ জনকে আহত হতে হলো। এই ২০ জনের মধ্যে ১২ জন শিক্ষক-কর্মচারী হাসপাতালে এবং বাকি ৮ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে রিলিজ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ আটক ৭ জনকে পরে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেয়। আমরা এ হামলার তীব্র প্রতিবাদ এবং ন্যায্য অধিকার আদায়ে আমাদের গণদাবি পূরণে অতিসত্তর প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

আহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসা সহকর্মী শাহিনুর ইসলাম বলেন, দাবি আদায়ের বিষয়ে ন্যূনতম আশ্বাস না পাওয়ায় আমরা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অভিমুখে শান্তিপূর্ণভাবে যাচ্ছিলাম। কদম ফোয়ারার কাছাকাছি গেলে পুলিশ আমাদের বাধা দেয়। একপর্যায়ে পুলিশ আমাদের ওপর জলকামান ব্যবহার ও লাঠিচার্জ করে। এতে আমাদের ছয়জন শিক্ষক আহত হন।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, দুপুরে আহতাবস্থায় আসা ছয় শিক্ষক চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছেন।

সরেজমিন দেখা যায়, দুপুর ১২টার দিকে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় সমন্বয় পরিষদ ব্যানারে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের দিকে যাত্রার প্রস্তুতি নেয় প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। শুরু থেকে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। পরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে শিক্ষকরা কদম ফোয়ারা মোড়ে আসলে পুলিশ মানববন্ধন তৈরি করে বাধা দেয়। প্রতিবাদে শিক্ষকরা সেখানেই অবস্থান নিয়ে কাফনের কাপড় মুড়িয়ে শুয়ে পড়েন। এতে ওই সড়কের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।